সূচি

প্রকাশকের কথা ৬
ভূমিকা ৯
প্রথম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৭৩/পৃ: ১৫
দ্বিতীয় সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৭৪/পৃ: ৪১
তৃতীয় সংখ্যা ফেব্রুয়ারি/মার্চ ১৯৭৪/পৃ: ৭১
চতুর্থ সংখ্যা এপ্রিল/মে ১৯৭৪/পৃ: ৯৫
পঞ্চম সংখ্যা জুন/জুলাই/অগাস্ট ১৯৭৪/পৃ: ১২৭
ষষ্ঠ সংখ্যা সেপ্টেম্বর/অক্টোবর/১৯৭৪/পৃ: ১৬১
সপ্তম সংখ্যা নভেম্বর/ডিসেম্বর ১৯৭৪ - জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫/পৃ: ১৯৫
অষ্টম সংখ্যা মার্চ/এপ্রিল/মে ১৯৭৫/পৃ: ২২৫
নবম সংখ্যা অগাস্ট/সেপ্টেম্বর/মে ১৯৭৬/পৃ: ২৫৭
দশম সংখ্যা জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭/পৃ: ২৯৩
একাদশ সংখ্যা জুলাই ১৯৭৭/পৃ: ৩২৫
দ্বাদশ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৭৭/পৃ: ৩৫৯
ত্রয়োদশ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৭৮/পৃ: ৩৯৫
চতুর্দশ-পঞ্চদশ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮০/পৃ: ৪৩৫
ষষ্ঠদশ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৮০/পৃ: ৪৯৫
সপ্তদশ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮২/পৃ: ৫৩৭
অষ্টাদশ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪/পৃ: ৫৮৭
উনবিংশ সংখ্যা মে ১৯৮৫/পৃ: ৬১৯

Scanned with OKEN Scanner

ভূ মি কা

অন্য অর্থ পত্রিকার যাত্রা শুরু ১৯৭৩ সালে। সময়টা কেমন ছিল মনে করলে হয়তো এখন এই সংকলনের যাথার্থ্যের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কিছু ছাত্র, যারা ১৯৬৮-'৬৯ সালে এম এ পড়তে এসেছিল, তাদের প্রথম কলেজ জীবনের দিনগুলিতে ছিল সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাত্র প্রতিবাদের ঢেউ। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোরবোর্ন বা বার্কলে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের এই ঢেউ ভিয়েতনামের মার্কিন বিরোধী বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে মিলতে চেয়েছিল। কলকাতা শহরে এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল নকশালবাড়ির আন্দোলন। খুব কম ছাত্র-ছাত্রীই এই ঢেউয়ের বাইরে থাকতে চেয়েছে সে-সময়ে। আন্দোলন বিপ্লবের চেহারা নিল ভারতের বিভিন্ন দিকে।

১৯৭১-'৭২-এ এসে কিন্তু আমরা দেখলাম রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যাঘাতের নির্মম রূপ। রাস্তায়-রাস্তায় পুলিশের গুলি খাওয়া অনেক লাশ পড়ে থাকতে দেখাটা কলকাতার মধ্যবিত্ত অভ্যাস করে ফেলল। প্রথম পাতা থেকে খবরগুলো কত দ্রুত চলে গেল দৈনিকের ভিতরের পাতায়।

ছয়ের দশকে যে পুবের হাওয়া বইছিল, নতুন সূর্যের যে উত্তাপে জেগে উঠছিল নতুন জীবনের শতপুষ্প, সাতের গোড়ায় আমাদের ছাত্রজীবনের শেষে এসে তার সব কিছুই স্তিমিতপ্রায়। আমাদের মধ্যে অনেকে, যারা সব ছেড়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি কিন্তু স্বপ্ন দেখত অনেক—তাদের সামনে ছিল এক গভীর কুয়াশা। এই কুয়াশার অনেক স্তর ছিল। সমাজ পরিবর্তনের দিক নির্দেশে থেকে পঠন-পাঠনের যৌক্তিকতাতেও। যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কেউ কেউ সমদর্শী ছিলেন, কিন্তু সাবেকি গঠন-কাঠামোতে আমরা যা চাইতাম পেতাম না।

অর্থনীতিতে এটা আরও প্রকট ছিল, কেননা পুরো বিষয়টা যদিও ক্যাপিটালিজমের বাজারভিত্তিক অর্থনীতি বোঝার ও বোঝানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকত, তথাপি, আমাদের পারিপার্শ্বিককে বোঝার কাজে খুব একটা সাহায্য পেতাম না। মার্ক্সবাদী অর্থনীতির চর্চা সীমিত থাকত 'হিস্ট্রি অফ্ ইকনমিক থট'-এর একটা ছোটো অংশের মধ্যে।

এমন একটা সময়ে পড়াশুনোর বাইরের পৃথিবীতেও কুয়াশা কম ছিল না। কৃষি-বিপ্লবের সম্ভাবনা ও উপায় নিয়ে নানা প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব বিপ্লবী দলগুলির মধ্যেও শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্নরূপ চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। 'অতি বাম বিচ্যুতি'-র বিরুদ্ধে সরকারি বাম ডান মধ্যপন্থাবলম্বীদের এক হয়ে যেতে দেখেছিলাম। মার্ক্সবাদের অনুশীলনেও এল এই কুয়াশা। সাবেকি মার্ক্সবাদের চর্চা অপ্রতুল মনে হচ্ছিল আমাদের। পুব আকাশের ঝড় কেন ঘুণে-ধরা সমাজটাকে ফেলতে পারছে না, কোথায় বুঝতে বা প্রয়োগে ভুল হচ্ছে, এই সব ভাবনা তখন ঘুম কেড়ে নিত আমাদের। নিষ্ফল ক্রোধ আর অনেক স্বজন হারানোর দুঃখ নিঃশব্দে হজম না করে নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে কিছু একটা করি—এরকমই ভাবছিলাম অনেকে। তত্ত্ব আর প্রয়োগের দ্বন্দ্বকে বোঝার চেষ্টা করা দরকার—এমনটাই মনে হয়েছিল।

সে বড় সুখের সময় নয়। ফলে যখন ১৯৭০-এ অজিত চৌধুরী, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, শক্তি বসু (সঙ্গে অনেকদিন অভিজিৎ সেন, অশোক বসু, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ও ছিল) আর ১৯৭১-এ রাঘবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভট্টাচার্য ঠিক করে যে তারা নিজেদের ধ্যান-ধারণা নিজেদের ভাষায় আলোচনার একটি মাধ্যম তৈরি করবে, আশেপাশে অনেকেই উৎসাহ দেখালেন। শক্তি বসুর সুন্দর কাব্যিক চিন্তা থেকে জন্ম নিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি নাম—'অন্য অর্থ'। ঠিক আমরা যা ভাবছিলাম। সাবেকি, পোশাকি অর্থনীতির বাইরে বোধগম্য এক চর্চা, যা আমাদের চারপাশের সমাজকে বুঝতে (পালটাতেও কি?) সাহায্য করবে, 'সাধারণ' মানুষও আমাদের ভাবনার শরিক হতে পারবেন। এই চেষ্টাই তো অন্য অর্থ! শব্দ বহু ব্যঞ্জনাময় হতে পারে তারই এক উদাহরণ!

Scanned with OKEN Scanner

বাস্তবে, আমরা যতটা ভেবে এগিয়েছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সাড়া পড়ল পরিচিত জগতে। *অন্য অর্থ*, অর্থনীতির বাইরে ছড়িয়ে পড়ল খুব তাড়াতাড়ি—বিশেষ করে যাদবপুরের দুই নতুন ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র ও ভুবনেশ মিশ্রের হাত ধরে। প্রথম সংখ্যা বেরোতে না বেরোতে পাশে পেলাম আরও অনেককে—সমাজতত্ত্বের অঞ্জন ঘোষ আর ইতিহাসের প্রবীর ভট্টাচার্য শামিল হলেন আমাদের সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে পরম্পরা তৈরি হয়ে গেল *অন্য অর্থ*-এর সঙ্গে থাকার। সদ্য দেশে ফেরা অরূপ মল্লিকের সঙ্গে যোগ ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। *অন্য অর্থ* শিগগিরিই হয়ে উঠল বাংলা ভাষায় অন্য সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম মুখপত্র।

এরকম কিন্তু না যে আমরা শুধু আমাদের সম-সাময়িক বা সম-বয়সিদেরই সঙ্গে পেয়েছি। বামভাবাপন্ন শিক্ষক ও শিক্ষকস্থানীয় অনেকেই উৎসাহ পেয়েছিলেন আমাদের এই প্রচেষ্টায়, অর্থনীতির অমিয়কুমার বাগচী, অশোক সেন, নির্মল চন্দ থেকে প্রণব বর্ধন, কল্পনা বর্ধন, অমিত ভাদুড়ি, ঐতিহাসিক বরুণ দে, সুমিত সরকার, সব্যসাচী ভট্টাচার্য সকলেই অপেক্ষা করতেন *অন্য অর্থ* হাতে পাওয়ার জন্য। অনেকে লিখতে আগ্রহী হয়েছেন, লিখেছেনও।

তবুও *অন্য অর্থ* কিন্তু ছিল তৎকালীন বাংলাভাষী বিদ্রোহী সমাজবিজ্ঞানীদেরই পত্রিকা। বছর কয়েকের মধ্যেই এক-এক করে আবার দল বেঁধে এসে গেল আরও অনেক নতুন মুখ। প্রমোদ নাথ, প্রণব বসু, অমিতাভ চক্রবর্তী, সুদীপ চৌধুরী, নবীনানন্দ সেন, নিলয় মুখার্জি—হায় আজ সে অতীত, শম্পা ভট্টাচার্য, তমাল দত্ত চৌধুরী, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পরে জেল থেকে বেরিয়ে অনির্বাণ বিশ্বাস, —সভ্য সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সংকলনের বিভিন্ন সংখ্যার সম্পাদকমণ্ডলীর নামের দিকে তাকালেই এঁদের অনেকের উপস্থিতি নজরে পড়বে। এঁদের বাইরেও ছিল অনেকে। সকলের নাম হয়ত এই বইটিতে উল্লেখ করা গেল না। এই অনুশোচনাটুকু থাকুক।

আমরা শুরু করেছিলাম মাসিক পত্রিকা ভেবে, কিন্তু অর্থাভাবে ত্রৈমাসিকও নিয়মিত বের করা মুশকিল হত। প্রথম কয়েকটি সংখ্যা প্রায় নিজেদের পয়সায় হয়েছে। অজিতের শিক্ষকতার মাইনের বড় অংশ আর গবেষণারত গৌতম ভট্টাচার্য, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, রাঘবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ব্যাংকে স্বল্প রোজগারে চাকুরিরত শক্তি বসুর টাকাতেই পত্রিকার খরচ চলত। অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন—বিশেষ করে প্রেস মালিকেরা। ভবানীপুরের উমা প্রেস প্রথম সংখ্যা ছাপিয়েছিল নামমাত্র মূল্যে—ভুবনেশের মাধ্যমেই উমা প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ। এরপর সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে পরিমল গোস্বামীদের কৈলাস বোসের প্রেস—তা-ও ওই বিনালাভে সাহায্য করা। তারপর অসিতদা, এবং সিনে ক্লাবের বিষ্ণুদারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আনন্দবাজারের ছাঁট কাগজ সস্তায় জোগাড় করে দিয়েছে বেহালার শিব। এমনি করেই এগিয়েছে।

আরও একটা কারণ ছিল, আর সেটা প্রধানও বটে। কোনো লেখা, সকলে পড়ে আলোচনা করে একমত না হলে ছাপাতে দিইনি। একমত মানে সবসময়ে লেখকের সঙ্গে একমত না-ও হতে পারে, কিন্তু অন্তত ছাপাতে দেওয়া যায় এ ব্যাপারেও মতৈক্য আমাদের কাছে নীতির প্রশ্ন ছিল। এতেও দেরি হত!

বহুদিন পত্রিকার কোনো অফিস ছিল না। শুভেন্দু দাশগুপ্তের বেহালার বাড়ির নাম থাকত দপ্তর হিসেবে আর আলোচনার জায়গা বিবেকানন্দ পার্কের গায়ে রাঘবের বাড়ি। এ ছাড়া যখন যেমন—প্রেসিডেন্সির অর্থনীতির গবেষকদের ঘর, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসের গৌতম ভদ্রের ঘর, অঞ্জনের বই রাখার ঘর। পরে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে তারকদার বাড়িতেও কিছুদিন একটা অফিস আর শম্ভুবাবু লেনের এক চিলতে ঘরই ছিল আস্তানা।

অন্য অর্থ-এ অনেক ধরনের লেখা ছাপা হয়েছে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর বিষয়, ধারাবাহিকভাবে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রথাগত চর্চার বিশ্লেষণ, দেশের অর্থনীতি ও দেশের বাইরের ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, সরকারি নীতি, প্রকল্প, আইন, গণআন্দোলন, আন্দোলনের ইস্তেহার কিছুই বাদ ছিল না। অন্য পত্র-পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতিক ব্যবস্থা; পরীক্ষামূলক লেখা, আর্থনীতিক তথ্য ও তত্ত্বকে কত সহজভাবে রাখা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা। হরফের ছাঁদের হেরফের ঘটিয়ে অন্যভাবে সাজিয়ে নতুন আঙ্গিকে লেখার চেষ্টা ইত্যাদি তো ছিলই।

Scanned with OKEN Scanner

চেষ্টা ছিল অন্য মতের লেখাও ছাপানোর। বাজার তত্ত্বের সমর্থক, গান্ধিবাদে বিশ্বাসী কোনো লেখা নিয়ে আমাদের ভিন্নমত থাকলে অনেক সময়ে লেখার সঙ্গেই আমাদের মন্তব্যও জুড়ে দেওয়া হত। নিজেদের মধ্যে তর্ক হত : বহুস্বর কি পাঠককে স্বাধীনতা দিচ্ছে স্বর নির্বাচনে না কি দ্বিধাগ্রস্ত করছে?

এইভাবে চলল বছর দুয়েক। তারপর প্রথম পাঁচজনের দুজন গেল বিদেশে। পত্রিকা মুখ থুবড়ে পড়ল না কিন্তু। ততদিনে পাশে এসে গেছে অনেকেই। একদিকে অরূপ, পার্থ। অন্যদিকে প্রণব, প্রবীর, সুদীপ, শম্পা, প্রদোষ, অনির্বাণরা।

অন্য অর্থ-এর এই দিকটা ছিল অতুলনীয়। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে একই ভাবনা ভাবতে ভাবতে, লিখতে লিখতে, প্রুফ দেখতে দেখতে, পত্রিকা বিলি করতে করতে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম বয়সের এপাশ ওপাশ ডিঙিয়ে। বড় সুখের কথা, গর্বের কথা যে প্রায় সকলেই সেই বন্ধুতা এখনও উপভোগ করে।

এই বন্ধুতাই *অন্য অর্থ*কে নতুন রূপে নিয়ে গেল। ১৯৭৩-এ যে সংস্থা আমরা শুরু করেছিলাম *অন্য অর্থ* পত্রিকা প্রকাশের জন্য, ১৯৭৭ সালে তা সাংগঠনিক রূপ পেল—নথিভুক্ত সংগঠন। সদস্যদের অনেকেই এই মাসিক (ত্রৈমাসিক) পত্রিকায় আটকে থাকতে চাইল না। কত কিছু ঘটছে চারপাশে—জানার এবং জানানোর আকাঙ্ক্ষায় যোগ হল আর একটি পত্রিকা—*অন্য অর্থ পাক্ষিক*। চারপাতার কাগজ—দাম ১০ পয়সা। চলতি খবরের কাগজের *অন্য অর্থ* পাঠকের কাছে তুলে ধরা। তবে সে অন্য গল্প। এই বইটিতে আমরা অন্য অর্থ পাক্ষিককে সংকলিত করিনি। পাক্ষিকের আঙ্গিক, উদ্দেশ্য *অন্য অর্থ* পত্রিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য থেকেও ভিন্ন ছিল। এক ভলুমের সংকলনে তার জায়গা হল না। হয়তো পরে সেরকম একটা সংকলনের কথা ভাবা যাবে। নমুনা হিসাবে, প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতার প্রতিলিপি রাখা হল এই সংকলনের প্রথমেই।

সব মিলিয়ে *অন্য অর্থ* কলকাতার বুকে একটা পরিচয়। *অন্য অর্থ* একটা গর্বের জায়গা, বন্ধুত্বের পরিসর। এভাবেই আমরা পেয়েছিলাম সিনে ক্লাবের বন্ধুদের, ক্লাবের সর্বকালীন সাধারণ সম্পাদক সুধীন ব্যানার্জির বন্ধুতার সৌজন্যেই *অন্য অর্থে*-এর সদস্যদের সন্ধের চা ও আড্ডার স্থানাভাব হয়নি কখনও। সেই বন্ধুতাই আজ হিরণ মিত্রকে উৎসাহ দেয় রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াসকে সযত্নে সাজাতে। এই বইটি হিরণ মিত্র নিজে সাজিয়েছেন, প্রচ্ছদ এঁকেছেন। বন্ধু নির্মল সাহার সাহায্যে মহাফেজখানার হেফাজতে যত্নে সংরক্ষিত পুরোনো কপি সহজে একসঙ্গে হাতে পাওয়া গেছে। *অন্য অর্থ*-র এই সংগ্রহটি রইল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য—যেভাবে পূর্বনারীর কাছে কাহিনি শোনে পরপ্রজন্ম, নিজেকে প্রস্তুত করে পরবর্তী কাহিনি রচনায়।

Scanned with OKEN Scanner

অন্য অর্থ
প্রথম প্রকাশ/ডিসেম্বর ১৯৭৩

দারিদ্র্যের আলোচনা ও আলোচনার দারিদ্র্য

পি. এল. ৪৮০—একটি আলোচনা

ইকনমিক্স অংক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত

মাইকেল কিড্রনের বইতে ভারতে ধনতন্ত্রের
বিকাশের একটি বিশেষ অধ্যায়

অন্য পত্র পত্রিকা থেকে

অন্য অর্থ

বাংলাভাষায়
সামাজিক অর্থনীতির
পত্রিকা

অন্য অর্থ